দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 NOV 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

032

ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে—

প্রতি বছরই অনেক ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু সবাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় না। আমাদের দেশে ১১ কোটি মানুষের জন্য মাত্র সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। একজন ছাত্র কোথায় ভর্তি হইতে পারিবে তাহা সে বলিতে পারে না। তাই, তাহাকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দীর্ঘদিন পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে। ইহাতে ভর্তি সমস্যাটি আরো জটিল হইয়া পড়ে। যেমন কেউ অনার্সে ভর্তি হইল। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি পরীক্ষা অনেক পরে অনুষ্ঠিত হইল এবং সে সেখানে চান্স পাওয়ার পর চলিয়া গেল। কিন্তু অনার্সের সেই আসনটি খালিই থাকিয়া গেল। এইভাবে প্রকৌশল, মেডিক্যাল এবং অনার্সের অনেক আসন পরে খালি থাকিয়া যায়। অথচ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায় না।

সকল ভর্তি পরীক্ষা একই সময়ে হইলে এবং একই সময়ে ফল প্রকাশ করিলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ইহাতে আর কোথাও খালি আসন থাকিবে না এবং অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইবে। কাজেই সকল ভর্তি পরীক্ষা একদিনেই হওয়া প্রয়োজন।

—মোঃ আমিনুল হক, গ্রাম : চাঁদগাও, ডাকঘর : দশপাড়া, কুমিল্লা।